থিয়েটারের টিকিট

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥থিয়েটারের টিকিট॥

সকালে উঠেই আভা স্বামীকে বল্লে–ওগো, শিগ্‌গির করে বাজারটা করে এনে দাও–সকাল সকাল রান্নাবাড়া করে আবার তৈরী হ'তে হবে তো? যা বেলা ছোট। অবিনাশ বল্লে–কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ্দ করে রাখো। আমি কলঘর থেকে চট্ করে আসি–আর একটু পরে কলঘর খালি পাওয়া যাবে না।

–এখনই যায় কিনা দেখ–একটাকল, আর এই সাতঘর ভাড়াটে, এখন দোতলার বুধুর মা জল নিতে এসেচে, এই তো দেখে এলুম।

–না, বাড়ীটা বদলাবো এই সামনের মাসেই, এরকম কষ্ট আর পোষায় না দেখে এস বুধুর মা আছে না গেল–সকালে উঠে একটু চান করবার জো নেই!

আভা খুকীকে কাল রাত্তিরের বাসি রুটি ও একটু গুড় একখানা কলাইকরা রেকাবিতে বার করে দিয়ে চঞ্চল পদে নৃত্যের লঘুচটুল ভঙ্গিতে কলঘরের দিকে গেল এবং তখুনি ফিরে এসে বল্লে–শিগগির যাও–এখুনি আবার বুড়ো নিবারণবাবু নাইতে আসবে–খালি আছে–

তারপর সে বাজারের ফর্দ্দ করতে বসলো–

BANGLADARSHAN.COM

আলু–একপো

রাঙা শাক–আধপয়সা

কাঁচকলা–একপয়সা

নুন–একপয়সা

পান–দু'পয়সা

অবিনাশ কলঘর থেকে ফিরে এসে বল্লে–পান দু'পয়সা?

আভা ঘাড় দুলিয়ে বল্লে–তা হবে না? ওবেলা এককৌটো পান সেজে সঙ্গে করে নিতে হবে না?...রাস্তায় যেখানে সেখানে পান কিনতে আমি তোমায় দেবো না বাপু?

অবিনাশ বাজারে চলে যাওয়ার পরে আভা উনুনে কয়লা দিয়ে কলঘরের দিকে গেল নাইতে।

তবু আজ রবিবার তাই অনেকটা রক্ষে...সময় তাও খুব বেশী কোথায়? খেতে খেতেই তো আজ বেলা বারোটা বেজে যাবে এখন...তারপর সাজগোজ...তৈরী হওয়া...একটার তোপ পড়লে দুটো বাজতে আর কত দেরি থাকে?

–খুকী, ও খুকী, শোন্ তুই আর আমি এক জায়গায় বসবো, কেমন তো? ওমা মুখে সিঁদুর মেখে ভূত হলি যে! তুই ঠিক যেন একটা–হি-হি-হি–

খুকীর হাত থেকে সিঁদুরকৌটো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে কড়ি থেকে দোদুল্যমান দড়ির শিকেতে তুলে রেখে আভা হাত উঁচু করে ওপরদিকে হাস্যোচ্ছলে মুখখানা তুলে বল্লে–উড়ে গেল–হুস্–যা:–

খুকীর আসন্নপ্রায় কান্না অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে সে অবাক চোখে মায়ের হস্তেঙ্গিতে প্রদর্শিত কড়িকাঠের শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল।

আভা বল্লে–আবার আমরা এক জায়গায় যাচ্চি যে খুকু, কত কি দেখচি, তুই খাবার খাচ্চিস। ছবি, বাজ্না কত কি হচ্চে–গাড়ী চড়ব তুই আর আমি–বুঝ্লি খুকি, বুঝ্লি?

অবিনাশ বাজার করে এনে ছোট্ট পায়রার খোপের মত রান্নাঘরটার সামনে নামলো। আভা গামছা খুলে বল্লে–মাছ আননি?

–তেমন মাছ পেলাম না, আবার ওবেলাকার ধরো রিক্সাভাড়া রয়েচে–কতকগুলো পয়সা–

–থাক্ গে তবে। তুমি তাহোলে কবিরাজের বাড়ী থেকে চট্ করে সেরে এস–বেশী দেরি কর না যেন। খেতেদেতে ওদিকে আবার–

BANGLADARSHAN.COM

–যথেষ্ট সময় থাকবে, ভাবনা কি? এই তো এ্যালবার্ট হল্, কতটুকুই বা রাস্তা। যেতে ধরো কুড়ি মিনিট রিক্শাতে–গোলদীঘি দেখ নি? সেই সেবার কালীঘাট থেকে আসতে দেখলাম, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর, কত লোক বেড়াচ্চে, মনে নেই? ওরই কাছে।

অবিনাশ চলে গেল।

আভা ছুটোছুটি করে রান্না চড়িয়ে দিলে।...মনে আজ তার ভারি আনন্দ। কতদিন সে কোথাও বেড়ায় নি, সেই পৌষমাসে কালীঘাট গিয়েছিল, আর এটা আশ্বিন মাসের প্রথম।...কোনো কিছু দেখা, বা কোথাও যাওয়া তো ঘটেই ওঠে না। লোকে বলে কলকাতা শহরে কত দেখবার জিনিস, কি-ই দেখলো সে কলকাতায় এসে? এসেচে তো আজ দু'বছরের ওপর হ'ল।

আর কি করেই বা হবে? খুকীর বাবা একটা কাগজের দোকানে কাজ করে, মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। ওর মধ্যে দুধ, ওর মধ্যে ঘরভাড়া, ওর মধ্যে কাপড়চোপড়। মাসের শেষে এক একদিন বাজার হয় না, তা বেড়ানো আর থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা! মুদী ধারে চাল, ডাল দেয়, তাই রক্ষে।

ধার চারিদিকে। কয়লাওয়ালা, কেরোসিন তেলওয়ালা, ধোপা, মুদী, বাড়ীভাড়া। তবুও তো ঠিকে ঝিটাকে ওমাস থেকে জবাব দেওয়া হয়েচে, আভা নিজেই সব কাজ করে খুকী এখন বড় হয়েচে, মাসে দেড়টাকা

ঝিয়ের পেছনে দেওয়ার চেয়ে ওই দেড় টাকায় খুকীর আর খুকীর বাপের বিকেলের জলখাবারটা তো হয়ে যায়?

পরশু অবিনাশ এসে একখানা রাঙা কার্ড আভার হাতে দিয়ে বলেছিল, টিকিটখানা ভালো করে রেখে দাও তো আভা।

আভা বল্লে—এ কিসের টিকিট গো?

—ও, আমাদের এসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব কিনা রবিবার। এ্যালবার্ট হল ভাড়া নিয়েচে। তাই একখানা টিকিট দিয়েচে।

—কি হবে সেখানে?

—কনসার্ট হবে, গান হবে। তার পরে খাওয়াদাওয়া আছে।

—আমার জন্যে এক খানা টিকিট আনলে না কেন? আর দেয় না? বেশ গান শুনতুম, দেখতুম কি হয়। কতকাল তো কোথাও বেরুইনি। দেখো না যদি পাওয়া যায়—

তাই অবিনাশ কাল শনিবারে আর একখানা রাঙা টিকিট এনেচে।

BANGLADARSHAN.COM

খাওয়াদাওয়া সারাসোরা হয়ে গেলে আভা আর একটুও বসেনি। এক বালতি জল ওবেলা অতিকষ্টে মারামারি করে কলঘর থেকে সংগ্রহ করেছিল—নইলে বেলা দুটোর সময় গা ধোয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে? সাত ঘর ভাড়াটের সঙ্গে একত্রে বাস, ন্যায্য নাইবার জল তাই মেলে না—তা আবার অসময়ে শখের গা ধোওয়া! কি কষ্ট যে জলের এ বাসাতে।

আভা আগে আগে অবাক্ হয়ে যেতো জলের কষ্ট দেখে। নদীর ধারের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মাপজোপ করে জল ব্যবহার করবার কল্পনা সে করতে পারতো না। এখন অবিশ্যি সব সয়ে গেছে।

সাবান মেখে, গা ধুয়ে সাজগোজ করতে বেলা আড়াইটে বেজে গেল। রিক্‌শা ডাকতে আর একটু দেরি হ'ল। ওরা যখন বাসা থেকে বেরুলো, তখন পৌনে তিনটে।

আভা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে কতক্ষণে সেই রেলিং-দেওয়া পুকুরটা দেখা যাবে—যার ধারে—ঐ যে কি নাম জায়গাটার?

য়্যাল্‌বার্ট হল? খুব বড় বাড়ী? ক'তালা? তোমাদের ক'তলায় সভা হবে?

কিন্তু সকলের চেয়ে আকর্ষণের বিষয়—কাগজের দোকানের লোকেরা মিলে এখানে আজ থিয়েটার করবে। থিয়েটার কি জিনিস, আভা কখনও দেখে নি।

ওদের রিক্‌শা যখন সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি এসে পৌঁছেচে, তখন দূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের মত একটা শব্দ ওদের কর্ণগোচর হ'ল। অবিনাশ ঘাড় উঁচু করে যা চেয়ে দেখলে, তাতে তার তো চক্ষু স্থির।

প্রথমটা ওর মনে হোল য়্যালবার্ট হলে ঢোকবার দরজার সামনে রাস্তার ওপর একটা বুঝি দাঙ্গা চলচে।

প্রায় শ' দুই আড়াই লোক এক জায়গায় জড় হয়ে একযোগে চীৎকার, ঠেলাঠেলি করচে—য়্যাল্‌বার্ট হলের কলেজ স্ট্রীটের দিকের সিঁড়ির মুখ থেকে জনতা শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অবিনাশ বল্লে—এঃ, বড্ড ভিড় জমে গেছে দেখচি।

ভিড় ঠেলে রিক্‌শা থেকে নেমে ওরা কোনো রকমে দরজা পর্য্যন্ত গেল বটে, কিন্তু আর এগোনো অসম্ভব। সিঁড়িটা লোকে লোকারণ্য। একটা দলের সঙ্গে ওরা ওপরে খানিকদূর উঠতে গেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে—আভা ভাবলে না জানি কি অদ্ভুত ব্যাপার চলচে ওপরে, যা দেখবার জন্যে এত ভিড়—কিন্তু দু-চার সিঁড়ির ধাপ উঠতে না উঠতে ওপর থেকে আর এক দলের ধাক্কা খেয়ে আভা ছিটকে এসে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ওদের চারিপাশে ভিড় জমে গেল। আভার কপালে বেশ লেগেচে দেওয়ালে ঠুকে গিয়ে, ফুলে উঠেচে এরই মধ্যে। সবাই বলে—আহা, কোথায় লাগলো! জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে আভা জড়সড় হয়ে গেল। একজন ঘর্ম্মাক্তকলেবর ভলাণ্টিয়ার এসে অবিনাশকে বল্লে—আহা-হা, কোথায়, লেগেচে!...আপনি এই ভিড়ে মেয়েদের এনেচেন? ভাল করেন নি। আচ্ছা, আপনি ওঁকে নিয়ে বাইরে দাঁড়ান। দেখি আমি।

BANGLADARSHAN.COM

সত্যই দেখা গেল জনতার মধ্যে আর কোনো মেয়ে নেই—মেয়ের মধ্যে একা আভা আর তার আড়াই বছরের খুকি...

অবিনাশকে আভাকে ভিড়ের মধ্য থেকে বার করে এনে খানিকক্ষণ ফুটপাতে দাঁড় করিয়ে রাখলে। ঝাড়া কুড়ি মিনিট কেটে গেল, কারো দেখা নেই। ওপরতলার খোলা জানালা দিয়ে নিচে বাজ্‌নার শব্দ যেন কানে আসচে। আভা অধীরভাবে বল্লে—কই কেউ তো এল না? ওপরে যাবে না?...এইবার চলো দিকি সিঁড়ির ধারে?

অবিনাশ আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে ভলাণ্টিয়ারেরা কাউকে ওপরে যেতে দিচ্চে না। একজন বল্লে—মশাই, ওপরে মেয়েদের নিয়ে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিই নে। মারামারি হচ্চে সেখানে। আর একটি মেয়েও নেই—কোথায় মেয়েদের নিয়ে যাবেন সেখানে?

আভা লজ্জায় মরে গেল।

ফিরবার পথে, রিক্‌শায় উঠে তখন উত্তেজনা ও আগ্রহ কমে গিয়ে আভার ওপর অবিনাশের করুণা হ'ল। অতগুলো পুরুষের ভিড়ের মধ্যে সেজেগুজে সে থিয়েটার দেখতে এসেচে আশা করে, জানেও না আজকের আসাটা কতটা অশোভন দেখালো। কি ভাবলে সবাই...। ও দুঃখিত হয়েচে থিয়েটার দেখতে না পেয়ে। স্ত্রীকে

বল্লে—খুব লেগেচে নাকি কপালে? দেখি? দেখাই হ'ল না, কিছুই না—যাতায়াতে রিক্‌শা ভাড়া ছ'আনা পয়সাই দণ্ড মিছিমিছি!

আভা কিন্তু ভাবছিল তার আঁচলে-বাঁধা রাঙা টিকিট দুখানার কথা। কাল খুকীর বাবা তাকেই রাখতে দিয়েছিল, আজ সে হুঁশিয়ার হয়ে আঁচলে বেঁধে এনেছিল টিকিট দুখানা। কত কষ্টে যোগাড় করা, কোনো কাজেই এল না, মিছামিছি গেল!

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM